মগজাস্ত্রের সন্ধানে

গোয়েন্দা কাহিনি : পাঠ প্রসঙ্গো

ললিতা রায়

'বেসরকারি গোয়েন্দা'—এই অভিধার মধ্যেই একাট আভিজাত্য লুকিয়ে আছে। হোমস কিংবা ব্যোমকেশ বা ফেলুদা—এঁরা সবাই যদি বেসরকারি গোয়েন্দা না হয়ে পুলিশ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, তাহলে তাঁরা কেউই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন না। পুলিশ যেখানে সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠান এবং মূলত পেশিশক্তির ওপর নির্ভরশীল, বেসরকারি গোয়েন্দা সেখানে আত্মনির্ভর এবং বুদ্ধির জাল বিস্তারে সচেষ্ট। এই বুদ্ধি বা মগজাস্ত্রের অসামান্য মহিমা নিয়ে কিশোরদের গল্পের জগতকে যিনি মাত করে দিলেন, তিনি অবশ্যই সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা'। পাঠ্য গল্প থেকে চলচ্চিত্র সর্বত্রই ফেলুদার উপস্থিতি জনপ্রিয়তার একটি পৃথক পরিমণ্ডল তৈরি করেছে।

ছোটোদের সব সাহিত্যই বড়োদের জন্য, কিন্তু বড়োদের সব সাহিত্য সব সময় ছোটোদের জন্য নয়, এই প্রসঙ্গকে ঘিরে সত্যজিৎ রায় একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে (১৯৯০) ফেলুদা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—

> ফেলুদার গল্প ছোটোবড়ো সকলেই পড়ে—কিন্তু সেভাবে ফেলুদার গল্পে কোনো বয়স্ক উপাদান নেই। কেন?...
>
> —কথাটা ভুল। বয়স্ক উপাদান না থাকলে ছোটোবড়ো সকলেই ফেলুদার গল্প পড়ত না। আমার যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তবে সে হলো এই দুই উপাদানের সংমিশ্রণ। তবে এমন কোনো ফেলুদার উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আমার নেই যাতে শুধুই বয়স্কদের জন্য উপাদান থাকবে।[১]

নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। ছয়ের দশক থেকেই যখন বাংলা কথাসাহিত্যে আক্ষরিক অর্থেই পড়তির সময় ঠিক তখনই 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে সমকালকে নিজের রচনায় প্রতিফলনের তাগিদেই কিশোর তোষণের পথ বেছে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়।

শরদিন্দু তাঁর ব্যোমকেশ-কাহিনি লিখে গোয়েন্দাগল্পের একটি ধারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজের দায় নিলেন সত্যজিতের প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে 'ফেলুদা'। ভালোমন্দের তুলনা না করেও বলা যায় পরিবেশ পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটের দিক থেকে সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজ অনেকটাই পৃথক। সমালোচকের ভাষায়—

> সমকালীন বক্র মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী, বাস্তববাদী, প্রগতিশীল কিংবা ক্ষয়িষ্ণুতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ লেখকদের পরিণত ও বয়স্ক বৃত্তিগুলি তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন।... তিনি সহজ সম্ভোগ্য কাহিনি পরিবেশন করেছেন, শুধু বয়স্ক উপাদান বাদ দিয়েছেন। পাঠক গভীর ভাবনা... মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কৃত্রিম কসরৎ, শৌখিন যুগযন্ত্রণার ভণ্ডামির হাত থেকে রেহাই পেয়ে... গল্পের মজায় খুশি থাকতে চেয়েছেন। বড়ো কিছু, গভীর ও গম্ভীর কিছু যদি নাই পাই, অতিলৌকিকের ভয়, গোয়েন্দাগিরি বুদ্ধির প্যাঁচ, কল্পবিজ্ঞানের বিস্ময় যে পেলাম তার দাম কিছু কম নয়। গল্পের খিদে ভাতের খিদেরই পরেই,... সেই আহার্য জুগিয়ে সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যে অপরিহার্য জায়গা করে নিলেন।... তরল আবেগের বদলে তিনি বুদ্ধির রস সঞ্চারিত করলেন কাহিনির পর্দায় পর্দায়। ভাষা সঞ্জীবিত হয়ে উঠল মেদহীন পৌরুষ এবং কথ্য বুলির সমন্বয়ে।[২]

১৯৬৫-তে 'সন্দেশ' পত্রিকার সূত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। এরপর একে একে 'বাদশাহী আংটি' (১৯৬৬), 'কৈলাস চৌধুরীর পাথর' (১৯৬৭), 'শেয়াল দেবতা রহস্য' (১৯৭০), 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' (১৯৭০), 'সোনার কেল্লা' (১৯৭১), 'বাক্সরহস্য' (১৯৭২), 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' (১৯৭৩), 'সমাদ্দারের চাবি' (১৯৭৩), 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' (১৯৭৪), 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' (১৯৭৫), 'জয় বাবা' 'ফেলুনাথ' (১৯৭৫), 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' (১৯৭৬), 'গোঁসাইপুর সরগরম' (১৯৭৬), 'গোরস্থানে সাবধান' (১৯৭৭), 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' (১৯৭৮), 'হত্যাপুরী' (১৯৭৯), 'গোলকধাম রহস্য' (১৯৮০), 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' (১৯৮০), 'নেপোলিয়নের চিঠি' (১৯৮১), 'টিনটোরেটোর যীশু' (১৯৮২), 'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য' (১৯৮৩), 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা' (১৯৮৩), 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে' (১৯৮৪), 'বোসপুকুরে খুনখারাপি' (১৯৮৫), 'দার্জিলিং জমজমাট' (১৯৮৬), 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা' (১৯৮৭), 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' (১৯৮৭), 'শকুন্তলার কণ্ঠহার' (১৯৮৮), 'লণ্ডনে ফেলুদা' (১৯৮৯), 'গোলাপী মুক্ত রহস্য' (১৯৮৯), ডা. মুন্সীর ডায়রি (১৯৯০), নয়ন রহস্য (১৯৯০), রবার্টসনের রুবি (১৯৯২)-র আবির্ভাব।

৩৪টি পূর্ণাঙ্গ গোয়েন্দাকাহিনিতে ফেলুদা ওরফে শখের গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের আবির্ভাব, সঙ্গে সহকারী তোপসে ওরফে তপেশচন্দ্র মিত্র, সম্পর্কে মাসতুতো ভাই (পরে খুড়তুতো ভাই), সঙ্গে বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত লালমোহন গাঙ্গুলী। তোপসে ফেলুদা কাহিনির ন্যারেটার হিসেবে কাজ করেছে। ফেলুদা প্রসঙ্গে তোপসে জানিয়েছে—

> ফেলুদা আমার মাসতুতো দাদা। আমার বয়স চোদ্দ, আর ওর সাতাশ।... আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম লোকের হয়।... ফেলুদার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা সেটি হলো—ও বিলিতি বই পড়ে আর নিজের বুদ্ধিতে দারুণ ডিটেকটিভের কাজ শিখে নিয়েছে। তার মানে অবিশ্যি এই নয় যে চোর-ডাকাত খুনী এইসব ধরার জন্য পুলিশ ফেলুদাকে ডাকে। ও হল যাকে বলে শখের ডিটেকটিভ।[৩]

কিশোর গোয়েন্দা সাহিত্যে শখের ডিকেটটিভ ফেলু মিত্তিরের দুঃসাহসিক গোয়েন্দাকাহিনি

যখন লিখতে বসেছেন সত্যজিৎ রায় তখন আর্থ-সামাজিক অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর পাঠকের রুচি ও চাহিদাও অনিবার্যভাবেই বদলে গেছে—

> আরো বুদ্ধিগ্রাহ্য আরো বাস্তব সত্যাশ্রিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় উদ্বুদ্ধ, বিকশিত কিশোর মনের সঙ্গে সমতাল রেখে রচিত হতে লাগল নতুন ভঙ্গির রহস্য গ্রন্থ। এ বদল এপারেও যেমন, ওপারেও তেমনি। Enid Blyton, Hardy Boys, Nancy Drew,... Agatha Christie যেমন পাশ্চাত্যের শিশু সাহিত্যে... নতুন দিগ্‌বলয় সৃষ্টি করেছে তেমনি ফেলুদার গল্পে সত্যজিৎ... নতুন স্বাদের অবতারণা করেছেন।[৪]

আর তাই সত্যজিতের কাহিনিতে অপরাধের চরিত্র, অপরাধ চিহ্নিত করবার পদ্ধতি এবং অপরাধ দমন পদ্ধতিতে স্বভাবতই প্রভেদ এসেছে। শখের গোয়েন্দা ফেলুদা বহু ক্ষেত্রেই লোমহর্ষক পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছেন। উপসংহার পর্বে শত্রুজাল ভেদ করে অপরাধীর মুখোশ উদ্‌ঘাটন এবং শনাক্তকরণ ঘটেছে অপরাধ সংঘটিত হওয়া পরিবারের সদস্যদের সামনে।

ফেলুদার কাহিনিকে বিশেষ অর্থে কিশোরকাহিনি হিসেবে চিহ্নিত করার স্বপক্ষে অন্যতম কারণ হলো ফেলুদার রহস্য সন্ধানের সহকারী কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নয়, ফেলুদার খুড়তুতো ভাই তপেশচন্দ্র মিত্র ওরফে কিশোর তোপসে। ফেলুদার সব কাহিনিই তার জবানিতে লেখা। সপ্রতিভ, উজ্জ্বলবুদ্ধি এই কিশোর বরাবরই ফেলুদার অনুসন্ধানের মধ্যে অকস্মাৎ আলো ফেলেছে। ফেলুদার ছত্রচ্ছায়ায় থেকে তার মক্কেলদের বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করা ছাড়াও মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ফেলুদাকে সতর্ক করার ক্ষেত্রেও তোপসের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। রহস্য সমাধানে ফেলুদা ঘুরে বেড়িয়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরে। সেখানকার অনুপুঙ্খ বিবরণে তোপসে যেন পাঠককে ভ্রমণকাহিনিরও আস্বাদ দিয়ে যায়। দু-একটি উদাহরণ উদ্ধার করা যেতে পারে—

১. স্বপ্নেও কি ভাবা যায় যে কলকাতার মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যে ডান দিকে চেয়ে দেখতে পাবো দূরে ঝলমল করছে আমাদের সেই ছেলেবেলা থেকে চেনা কাঞ্চনজঙ্ঘা?... কো-পাইলটের হাতে একটা হ্যাডলি চেজের বই, তিনি সেটাকে বন্ধ করে পরপর চূড়াগুলো চিনিয়ে দিলেন।[৫]

২. আরও কিছু দূর গেলেই একটা মোড় ঘুরে সামনে গঙ্গা দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে রাস্তাটা ঢালু হয়ে সিঁড়ির ধাপ আরম্ভ হয়ে যায়। প্রত্যেক ধাপের মাঝখানে আর দু'পাশে লাইন করে ভিখিরি।... ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উত্তরদিকে চাইলে রেলের ব্রিজটা দেখা যায়, আর পুর্বদিকে নদীর ওপারে দেখা যায় রামনগর... দশাশ্বমেধের পাশেই উত্তরে হলো মানমন্দির ঘাট।[৬]

অজানার প্রতি কিশোর মনের দুর্নিবার আকর্ষণের কথা মাথায় রেখেই সত্যজিৎ তাঁর অভিযান কাহিনিকে নিয়ে গেছেন জয়শলমীর মরুভূমিতে, কখনও গ্যাংটক রুমটেকে, কখনও বম্বের শিবাজী ক্যাসেলে, আবার কখনও কলকাতার অনতিদূরে ঘুরঘুটিয়া, গোঁসাইপুর অথবা ঝাড়গ্রামে। স্থান বৈচিত্র্যের পাশাপাশি বাঙালি-অবাঙালি মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের ভিড় সত্যজিতের গল্পে। তাই লালমোহন গাঙ্গুলি, মন্দার বোসের সঙ্গে শ্রীবাস্তব. মি. গোরে, পিয়ারীলাল শেঠ, গডউইন প্রমুখের সহাবস্থান।

কিশোর-কৌতূহলের জোগান দিতে সত্যজিৎ-কাহিনির উপকরণ বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না—

> এই ব্যাপকতা কাহিনিগুলিতে উল্লিখিত নানান খুঁটিনাটি জিনিসের মধ্যেও দেখা যায়। বাদশাহী আংটিটি ছিল ঔরঙ্গজেবের, 'গোরস্থানে সাবধান'-এ পেরিগ্যালের তৈরি রিপীটার ঘড়িটি গডউইন পরিবারের দুশো বছরের পুরাতন ঐতিহাসিক স্মৃতি; 'হত্যাপুরী'-র চুরি যাওয়া সেই অভিশপ্ত পুঁথিও ছিল সুপ্রাচীন অষ্ট সহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি; 'শেয়াল-দেবতা রহস্য' গল্পেও প্রাচীন মিশরের Dead God-এর সবুজ দুর্মূল্য পাথরের আনুবিস মূর্তিটিও ঐতিহাসিক। সোনার কেল্লায় মুকুলের পূর্বজন্ম স্মৃতিতে সমস্তটাই অতীতচারিতায় ভরা।[৭]

সময়ের বোধ তীক্ষ্ণ বলেই সত্যজিতের গল্পে ফেলুদার পাশাপাশি তোপসে এবং লালমোহনবাবুর চরিত্রে ক্রমবিবর্তন ঘটেছে। লালমোহনবাবুর আগমনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে তোপসে একা ফেলুদার সফরসঙ্গী। 'সোনার কেল্লা' থেকে তোপসে ক্রমশ শত্রুর মোকাবিলায় পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায় তোপসের একটি তুলনামূলক গুরুত্ব উঠে আসে—

> আল্‌ফ্রেড হিচ্‌ককের লেখায় বিখ্যাত থ্রি ইন্‌ভেস্টিগেটর (জুপিটার জোনস, বব্ এ্যান ড্রিউস, পিটার ক্রেন্‌স) সকলেই ছোট, তাদের অনুসন্ধানে বড়দের অপরাধের রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এনিড ব্লাইটনের সিক্রেট সেভ্‌নেও সাতটি ছেলেমেয়ে তাদের বিশ্বস্ত কুকুর স্ক্যাপারকে নিয়ে রহস্যের পর রহস্য উন্মোচিত করেছে। হার্ডি বয়েসে অবশ্য ফ্রাঙ্ক ও জো ফেলুদা ও তোপসের মত। তোপসের মতো ছোটো ছেলের চরিত্রের সঙ্গে এ ধরনের গ্রন্থের অল্প বয়স্ক পাঠকদের একাত্মীকরণ হয় সহজে। বাংলা ডিটেকটিভ গল্পে তোপসের ভূমিকা এদিক থেকে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ।[৮]

ফেলুদার গল্প যতই অগ্রসর হয়েছে ততই সেখানে বুদ্ধিমনস্কতার নতুন নতুন সংযোজন পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় মানুষের চরিত্রগত, প্রবৃত্তিগত প্রবণতা সম্পর্কে তীক্ষ্ণতর অভিজ্ঞতা। সমকালীন জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনা; নগরজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার পাশাপাশি গভীর কিছু দার্শনিক উপলব্ধি সমৃদ্ধ করেছে সত্যজিতের কাহিনিকে। দক্ষ বিবেকবান, বিচক্ষণ গোয়েন্দার কাছ থেকে অনেক কিছুই পাঠকের পাওনা থাকে। সত্যজিতের চোখ দিয়ে কিশোর পাঠক দেখে নিতে পারে কলকাতার চিত্র—

উদাহরণ—

১. রাত্তির বেলা কলকাতার সবচেয়ে থমথমে জিনিস হচ্ছে এই আকাশ-ছোঁয়া আপিসের বিল্ডিংগুলো। কেবল ধড় আছে, প্রাণ নেই। 'দাঁড়িয়ে থাকা মৃতদেহ দেখেছিস কখনো?' ওই বিল্ডিংগুলো হচ্ছে তাই।[৯]

২. এখানে বলে রাখি ফেলুদার লেটেস্ট নেশা হলো পুরনো কলকাতা।... ফেলুদা বলে দিল্লি-আগ্রার তুলনায় কলকাতা খোকা-শহর হলেও এটাকে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।... বিবিডি বাগ—যার নাম ছিল ডালহৌসি স্কোয়ার... সেই বিবিডি বাগে দুশো বছরের পুরনো সেন্ট জন্‌স চার্চের কম্পাউন্ডে কলকাতার প্রথম ইটের বাড়ি জোব চার্নকের সমাধি দেখে লালমোহনবাবু যদিও বললেন 'থ্রিলিং'।[১০]

এমন গভীর ভাবুকতার পাশেই আবার তোপসের সরল কৌতূহল এবং জটায়ুর কথার সূত্রে হাস্যরস চূড়ায় তুলে গল্পের পরিবেশকে জমিয়ে তুলতে পারেন সত্যজিৎ রায়। লক্ষ করতে হবে প্রচলিত গোয়েন্দাকাহিনির মতো ফেলুদার কাহিনিতে খুন বা ভায়োলেন্স কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠেনি। অবশ্যই মূল রহস্যের সঙ্গে খুনের বিষয়টি জড়িয়ে গেছে। ফেলুদার কাহিনি ক্রাইমডায়েরি নয়। অমানুষ, পাশবিক নৃশংস খুনীদের সঙ্গে ফেলুদা কখনই রক্তপিপাসু আচরণ করেনি। তার পাঠকেরা ভিলেনের পরাজয়ে জান্তব উল্লাসে মেতে ওঠে না। বুদ্ধির লড়াইতে ভিলেনদের ওপরে গোয়েন্দার জয়লাভ করাটাই পাঠকদের পরিতৃপ্তির কারণ।

সত্যজিৎ রায়ের কাহিনির প্রধান চরিত্রের মধ্যে অবশ্যই প্রখর দীপ্তিতে বিরাজমান প্রদোষচন্দ্র মিত্র। তার পাশে দুটি স্যাটেলাইট—তোপসে আর লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ু। বাঙালিয়ানার স্বচ্ছন্দ, জ্ঞানপিপাসু, সৎ, নির্লোভ, সময়নিষ্ঠ এবং বহুমুখী কৌতূহলের অধিকারী ফেলুদার সঙ্গে কোথায় যেন স্রষ্টা সত্যজিতের মিল খুঁজে পায় পাঠক। অর্থের দিক থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মানবিকতা বা লোককল্যাণের স্বার্থে গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়েছেন সত্যজিতের ফেলুদা। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে বিশদভাবে পরিচায়িত করবার প্রলোভন সংবরণ করা বোধহয় আমাদের পক্ষে কঠিন। সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র 'ফেলুদা' ওরফে প্রদোষ মিত্র'র নিজস্ব কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। নীচে 'ফেলুদার ফাইল'-এ এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

ফেলুদার ফাইল

নাম	: প্রদোষচন্দ্র মিত্র
ডাকনাম	: ফেলু।
ঠিকানা	: ২৭নং রজনী সেন রোড। কলি-৭০০০২৯।
পারিবারিক পরিচিতি	: সম্ভ্রান্ত পরিবার। ফেলুদার বাবারা তিনভাই। বড়োভাই ঠুংরি-গায়ক, মেজভাই ফেলুদার বাবা জয়কৃষ্ণ মিত্র, ছোটোভাই তোপসের বাবা। ফেলুদা বিয়ে-থা করেনি; কাকার বাড়িতে মানুষ। তোপসে ফেলুদার সব অভিযানের সঙ্গী।
শারীরিক বর্ণনা	: সুদর্শন, স্মার্ট, উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি। বুকের ছাতি ৪২ ইঞ্চি। ফরসা একহারা চেহারা। প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	: সৎ, মানবতাবাদী, নির্লোভ, যোগব্যায়ামে অভ্যস্ত, জুজুৎসু, ক্যারাটে সব জানেন। বিপদের সময় স্নায়ু ঠাণ্ডা থাকে। প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়া কিছু বিশ্বাস করাকে বোকামি বলে মনে করেন।

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য	:	দু-হাতে লিখতে অভ্যস্ত। এয়াকন্ডিশন অপছন্দ; একশোর বেশি ইনডোর গেম জানেন। কলকাতার শহিদ মিনারের চূড়া লাল রং করা, রাস্তার নাম পাল্টানো, নিউমার্কেট ভেঙে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং করা সব কিছুই অপছন্দের তালিকায় পড়ে। মিথ্যে কথা বলা, ঘুষ নেওয়ায় তীব্র অনীহা।
জ্ঞানভাণ্ডার	:	জ্ঞানভাণ্ডার অসীম। নিজের দেশের শিল্প-সংস্কৃতিই শুধু নয় বিভিন্ন দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভীষণ সচেতন। ইংরেজি থেকে বাংলায় বই অনুবাদ করতে জানেন। পুরোনো আসবাব, গাছ, পারফিউম, বাংলা গান ও শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কে ধারণা আছে। ছবি আঁকতে পারেন, ম্যাজিক জানেন।
ঘুম	:	ঘুম পাতলা। সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়েন।
খাওয়াদাওয়া	:	বাঙালি খাওয়াদাওয়া পছন্দের। সরষেবাটা দিয়ে ইলিশমাছ, রুইমাছ, সোনামুগের ডাল, রুইমাছের কালিয়া, কড়া-পাকের সন্দেশ, নতুন গুড়ের সন্দেশ, মিহিদানা ও মিষ্টিপান পছন্দের তালিকায় পড়ে।
রোজকার অভ্যাস	:	সকালে উঠে হালকা এক্সসারসাইজ, তারপর এক-দুই ঘণ্টা যোগব্যায়াম।
নেশা	:	ধূমপান। ব্র্যান্ড : চারমিনার।
পেশা	:	২৭ বছর বয়স থেকে বেসরকারি গোয়েন্দাগিরি করে হাত পাকিয়েছেন।
কাজের গুরু	:	আর্থার কোনান ডয়েল সৃষ্ট শার্লক হোমস।
প্রথম কেস	:	পরিচিতি গোয়েন্দা হিসেবে। সাতাশ বছর বয়সে প্রথম কেস দার্জিলিঙে অ্যাডভোকেট রাজেন মজুমদারের সমস্যার সমাধান করে।
মোট কেসের সংখ্যা	:	সম্পূর্ণ ৩৫টি। অসম্পূর্ণ ৪টি। তোপসে লেখেনি এরকম কেসের সংখ্যাও অনেক। যেমন—পাইকপাড়ার সাধন চক্রবর্তীর কেস, পাটনার জাল উইল, খড়্গাপুরে জোড়া খুন ইত্যাদি।
জীবনে অসফল কেস	:	মাত্র একটি। চন্দননগরে জোড়া খুনের তদন্ত।
ব্যবহৃত অস্ত্র	:	রিভলবার (মডেল : কোল্ট পয়েন্ট থ্রি টু)।
পারিশ্রমিক	:	প্রথমে কাজ প্রতি এক হাজার টাকা। পরে কেস প্রতি পাঁচ হাজার টাকা।

পরিচিত মহল	:	কলকাতার পুলিশমহল ও খবরের কাগজের সাংবাদিকবৃন্দ।
প্রিয় পোশাক	:	ট্রাউজার্স ও শার্ট, কখনও জিনস ও শার্ট।
শখ	:	পুরোনো দুষ্প্রাপ্য বই ও পুরোনো পেন্টিং-এর প্রিন্ট সংগ্রহ, ডাকটিকিট জমানো; ম্যাজিকের শখ।
পছন্দের পত্রপত্রিকা	:	আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, দ্য স্টেটসম্যান।
পছন্দের সিনেমা	:	এপ এ্যন্ড সুপার এপ, এনটার দ্য ড্রাগন, টারজান।
প্রিয় গ্রন্থ	:	সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, বিভুতিভূষণের 'আরণ্যক'।
প্রিয় খেলা	:	ক্রিকেট। নিজে স্লো স্পিন বোলার।
পুরস্কার প্রাপ্তি	:	দেশে-বিদেশে অভিযানের সুবাদে জাল নোটের কারবার এবং ওষুধের চোরাকারবার ধরিয়ে দেওয়ার জন্য নেপাল সরকার কর্তৃক সম্মানিত। গোয়েন্দাগিরিতে খুশি হয়েই জটায়ু ফেলুদাকে উপাধি দিয়েছেন—এ.বি.সি.ডি.—এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর।
ফেলুদার সহযোগী	:	তোপসে, জটায়ু, সিধুজ্যাঠা।
ফেলুদার কাহিনিগুলি যার জবানিতে লেখা	:	তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে। সম্পর্কে ফেলুদার ছোটোকাকার ছেলে।

তথ্যসূত্র : *বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়*, সুখেন বিশ্বাস, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৫-৫৬

গোয়েন্দাগল্পের রহস্য পরিবেশে অসামান্য সেন্স অফ হিউমার বা রসবোধের প্রকাশ ঘটেছে বিশিষ্ট রোমাঞ্চ লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু-র চরিত্রে। সদা উত্তেজিত এই মানুষটি যে কোনো বিষয়েই অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পান। বহু রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে চরিত্রটি কমিক রিলিফের কাজ করেছে। গল্পে চরিত্রটি আবির্ভাবের পরেই সঙ্গী ফেলুদা পরিচিত হয়েছেন 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' নামে। লক্ষ করতে হবে থ্রিলারের পারঙ্গম লেখক জটুয়াকেও কিন্তু বহুক্ষেত্রে সঠিক তথ্যের জন্য ফেলুদার শরণাপন্ন হতে হয়েছে। জটায়ুর বহু ভুল ধারণা ফেলুদা শুধরে দিয়েছেন। জটায়ু-র 'সাহারায় শিহরণ' উপন্যাসে উটের পাকস্থলীতে জলের উৎস নির্দেশ করে লালমোহনবাবু বেকুব বনেছিলেন ফেলুদার কাছে। বইয়ের পরের এডিশনে কুঁজের মধ্যে জলের ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবেই তাকে সংশোধন করতে হয়েছিল।

ফেলুদার গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধাঁধার ব্যবহার। যে খেলায় বুদ্ধিমান গোয়েন্দা মগজাস্ত্রের জোরে জয়লাভ করেন সেখানে ধাঁধার অর্থ উদ্ধার প্রাসঙ্গিক তো বটেই। কথায় কথায় শব্দজব্দ, ছড়া এবং ধাঁধার সাংকেতিক ব্যবহার কিশোরমনকে স্বভাবতই আকৃষ্ট করার কথা। ফেলুদার বহু কাহিনিতে মূল রহস্যের গ্রন্থিমোচন হয়েছে সংকেত সমাধানের মাধ্যমে। যেমন—

'সোনার কেল্লা' গ্রন্থে ফেলুদার হাতে পৌঁছানো একটি চিরকুটে লেখা ছিল 'IP-16.25 U-M'-এর অর্থ উদ্ধার করলে দাঁড়ায়—'আমি পোখরান পৌঁছচ্ছি, তুমি মিত্তিরকে কাটাও'। ফলে ফেলুদা সম্ভাব্য হামলা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন।

'সমাদ্দারের চাবি' উপন্যাসেও ব্যাপক প্রয়োগ ছিল সংকেতের। রাধারমণ সমাদ্দারের নামে ছবি অর্থাৎ রে-ধা-রে-মা-নি-সা-মা-দা-দা-রে Octave-এর বিশেষ form-কে মেলোকর্ড যন্ত্রে সুরে বাজালেই মেলোকর্ডে লুকিয়ে রাখা রাধারমণবাবুর ব্যাঙ্কের হদিস পাওয়া যায়।

'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা'তেও আছে ধাঁধা। টিয়াপাখির বলা কথা—'ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন একটু জিরো' আসলে সিন্দুকের কম্বিনেশন। সাহেবদের বলা হিন্দি উচ্চারণের ঢঙে এটি উচ্চারণ করেই ফেলুমিত্তির আট রাশির কম্বিনেশন নম্বরটি '39039820' উদ্ঘাটন করেছেন।

'বাদশাহী আংটি' গল্পের ভিলেন বনবিহারীবাবুর বলা শব্দজব্দের উপস্থাপনা বাস্তবিকই চমৎকার—'Steal' মানে হরণ, 'Horn' মানে শিং, 'Sing' মানে গান, 'gun' মানে কামান, 'come on' মানে আইস, 'I saw' মানে আমি দেখিয়াছিলাম। 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' উপন্যাসে বলা ধাঁধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পের সংকেত 'ধারাগোল' সমাধানের কিছুটা মিল আছে। এক্ষেত্রে ফেলু মিত্তিরের পৌরাণিক জ্ঞান কাজে লেগেছে। এই উপন্যাসে ধাঁধার ছড়াটি ছিল—

মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ।
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।
ফাল্গুন তাল জোড়,
দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।[১১]

বুড়ো গাছের মুড়ো হল 'অশ্ব' অর্থাৎ অশ্বত্থ গাছ। হাত গোন ভাত পাঁচ মানে পঞ্চান্ন। ফাল্গুন তাল জোড় মানে একটা অর্জুন গাছ আর জোড়া তালগাছের মাঝে জমি খুঁড়লে পাওয়া যাবে গুপ্তধন।

ধাঁধা ও শব্দজব্দ যে গল্পে আদ্যন্ত জুড়ে রয়েছে তা হলো—'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'। প্রতি পদক্ষেপে এখানে ধাঁধার রহস্য সমাধান করতে হয়েছে ফেলুদাকে। 'কী খুঁজছি কি পাইনি'—এখানে 'কী' হলো 'Key' মানে চাবি। এছাড়াও 'LOKC', 'OKAHA', 'AKLO', 'ATBB', 'BBSO', 'ADK SO'—এগুলো আপাতদৃষ্টিতে যতই ইংরেজি শব্দ বলে মনে হোক আসলে এগুলো বাংলা কথা—'এলোকেশী', 'ওকে এয়েচে', 'একে এল', 'এ টি বি বি', 'বিবি এসো', 'এদিকে এসো' ইত্যাদি।

শুধু ফেলুদাই নন, ফেলুদাকে নানা সময়ে অজানা তথ্য দিয়ে যিনি সাহায্য করেছেন সেই সবজান্তা সিধু জ্যাঠাও কথা বলেন বেঁকিয়ে। ইংরেজি শব্দের হাস্যকর বাংলা করেন এইভাবে—Para Psychology—'পাড়া ছাই চলো যাই', Exhibition—'ইস্ কী ভীষণ', Impossible—'আম পচে বেল', Governor—'গোবরনাড়ু' ইত্যাদি।

লক্ষ করতে হবে 'সোনার কেল্লা পূর্ববর্তী যাবতীয় কাহিনিতে ফেলুদা এবং তোপসে মিলে বিষয়ের একধরনের সরলরৈখিকতা ছিল। জটায়ুর আবির্ভাবে তা ত্রিকোণ মাত্রা পেল। বস্তুত ফেলুদার গল্পকাহিনিকে প্রাণবন্ত করে তোলার পেছনে লালমোহনবাবুর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। একটি সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন—

> আমার সোনার কেল্লার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে, কারণ সেখানেই প্রথম জটায়ুর আবির্ভাব।[১২]

ফেলুদার বাংলা সাহিত্যে অবস্থান ব্যাপারটাই অসম্পূর্ণ থেকে যেত জটায়ুর আগমন না ঘটলে। লালমোহনবাবু নিজে একজন রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনির লেখক। তাঁর গল্পের হিরো গোয়েন্দা প্রখর রুদ্র। যার সঙ্গে ফেলুদার নামের (প্রদোষ মিত্র) চেহারার, উচ্চতার ভীষণ মিল। অন্যদিকে সত্যজিতের ফেলুদার গোয়েন্দাকাহিনির প্রতিটির নামকরণেই রয়েছে অনুপ্রাসের (Alliteration) ছোঁয়া। যেমন—'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল', 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি', 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর'। অন্যদিকে লালমোহনবাবুও তাঁর গল্পের নাম দিয়েছেন ধ্বনিগত সাম্য রেখেই—'সাহারায় শিহরণ', 'হণ্ডুরাসে হাহাকার', 'ভ্যাঙ্কুভারে ভ্যাম্পায়ার', 'দুর্ধর্ষ দুশমন', 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'গোরিলার গোগ্রাস' ইত্যাদি। এ সবকিছু মনে রেখে লালমোহনবাবুকে সত্যজিৎ রায়ের 'অলটার ইগো' বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

ফেলুদার গল্পকাহিনিকে মাঝে মাঝেই প্রাণবন্ত করে তুলেছে লালমোহবাবুর ভুলে ভরা ইংরেজি এবং অসময়ের অতর্কিত কথাবার্তা যা মাঝে মাঝে ফেলুদাকে বিপন্নও করেছে। জটায়ুর কথাবার্তার ধরন—

১. ছিন্নমস্তার অভিশাপ—সার্কাস থেকে বাঘ পালানোর ঘটনায় আতঙ্কিত লালমোহনের উক্তি—'দি সার্কাস হুইচ এসকেপড ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার।'
২. 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু'-তে মগনলালের দেওয়া L.S.D. খেয়ে জটায়ুর বিপন্ন অবস্থা, "মাইস! আবার বললেন ভদ্রলোক। তারপর বিড়বিড়ানি শুরু হল... টেরামাইস, টেট্রামাইস... ক্লোরোমাইস... কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব! আমার সঙ্গে এয়ার্কি?... আবার পেখম ধরা হয়েছে এদিক নয় ওদিক আছে!... ব্যস্ খতম। লালমোহনবাবু বসে পড়লেন ঝ্যাক্। আবার বললেন ভদ্রলোক—অল টিকটিকিজ খতম্... অ্যান্টিবায়োটিকটিকিজ।[১৩]

এই লালমোহনবাবুই ফেলুদার গোয়েন্দাগিরিতে খুশি হয়ে তাকে উপাধি দিয়েছিলেন—'এ.বি.সি.ডি' অর্থাৎ 'এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেকটর'।

উৎসের সন্ধানে

১. ক্ষেত্র গুপ্ত : সত্যজিতের গল্প', পরিশিষ্ট-১, সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১ মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৭৫

২. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'প্রথম প্রস্তাব' সত্যজিৎ : ছোটোদের লেখক বড়োদেরও, প্রাগুক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ. ৪

৩. সত্যজিৎ রায় : বাদশাহী আংটি, ফেলুদা সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২১

৪. নবেন্দু সেন : বাংলা শিশু সাহিত্য : তত্ত্ব, তথ্য, রূপ ও বিশ্লেষণ, পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯২, পৃ. ১৪৪

৫. সত্যজিৎ রায় : যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে, ফেলুদা সমগ্র ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৯০-৯১

৬. সত্যজিৎ রায় : 'জয় বাবা ফেলুনাথ', প্রাগুক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ. ৪৩৭

৭. নবেন্দু সেন : 'বাংলা শিশু সাহিত্য : তত্ত্ব, তথ্য, রূপ ও বিশ্লেষণ, পুঁথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৯২, পৃ. ১৪৮

৮. নবেন্দু সেন : প্রাগুক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক), পৃ. ১৫২

৯. সত্যজিৎ রায় : 'বাক্সরহস্য', প্রাগুক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ. ২৬৪

১০. সত্যজিৎ রায় : 'গোরস্থানে সাবধান, প্রাগুক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ. ৫৮৮-৫৮৯

১১. সত্যজিৎ রায় : 'রয়েল বেঙ্গাল রহস্য', প্রাগুক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ. ৩৭৩

১২. ক্ষেত্র গুপ্ত : প্রাগুক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ. ১৭৫

১২. সত্যজিৎ রায় : 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে', প্রাগুক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ. ১২৬

১৩. সত্যজিৎ রায় : যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে, প্রাগুক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ. ১২৬